দণ্ডিপ্রণীতে দশকুমার চরিতে অষ্টমোচ্ছ্বাসে

বিশ্রুত চরিতম্

(দণ্ডির পরিচয় ও কাল, রচনাশৈলী, গ্রন্থপরিচয়, মূলপাঠ, সংস্কৃত টীকা,
বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, টিপ্পনী প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

সম্পাদিত

সদেশ
১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা-৬

প্রস্তাবনা

সংস্কৃত গদ্যকাব্য-বিকাশ

সংস্কৃত বাঙ্ময়ে গদ্যসাহিত্যের প্রাচীনতা সম্পর্কে যথেষ্ট মর্যাদা প্রদর্শন করেও উল্লেখ করতে হয় যে, পদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে গদ্যেরও বহু আগে। এমনকি যেটি পৃথিবীর প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার বলে পরিগণিত সেই ভারতীয় আদিসাহিত্য ঋগ্‌বেদও পদ্যে রচিত। তবে বৈদিক যুগেই গদ্যের তেমন বিকাশ না হলেও প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে, উপনিষৎ গ্রন্থ সমূহে, যাস্কের নিরুক্তে গদ্যের যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। তারপর উল্লেখ্য শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছটি বেদাঙ্গ গ্রন্থের মধ্যে গদ্যের যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ আছে। পুরাণেতিহাসের যুগেও গদ্য সম্পূর্ণ রূপে বর্জিত হয়নি মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের বহু স্থানে গদ্য রচনা আছে।

এরপর গদ্য সাহিত্যের বিকাশে যেগুলির ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হলো ভাষ্যগ্রন্থ, যেমন **পতঞ্জলির মহাভাষ্য**। মহাভাষ্যের রচনারীতি অত্যন্ত সহজ, সরল সাবলীল। এটি ব্যাকরণশাস্ত্রের তত্ত্বমূলক গ্রন্থ হলেও রচনারীতিবৈশিষ্ট্যে সুখপাঠ্য গদ্যের উন্নত নিদর্শন।

সায়ণাচার্যের বেদভাষ্য। বেদের জটিল সূক্ষ্ম অর্থগুলি সায়ণাচার্য সরল সংস্কৃত গদ্যে প্রকাশ করেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে সংস্কৃত গদ্যের প্রভূত বিকাশ ঘটেছে। যেমন **শবরস্বামীর কর্মমীমাংসা, শংকরাচার্যের, রামানুজাচার্যের ও বল্লভাচার্যের লেখা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য** সমূহ গদ্যে রচিত। বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের যাবতীয় ভাষ্য সংস্কৃত গদ্যের উত্তম নিদর্শন।

কিন্তু এসমস্ত গ্রন্থরাজী সংস্কৃত গদ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলেও এগুলিকে গদ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এসমস্ত গদ্য থেকে গদ্য কাব্যের বিলক্ষণ ভেদ আছে। গদ্যকাব্য-সাহিত্যে গদ্যের মধ্যে থাকে গাঢ়পদবন্ধ, অলঙ্কারের পারিপাট্য এবং ব্যক্তি, প্রকৃতি প্রভৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনা।

এই সূত্র ধরে কেউ কেউ কতকগুলি শিলালেখকে গদ্যকাব্যের পর্যায় ভুক্ত করার পক্ষপাতী যেমন **রুদ্রদামনের প্রশস্তিগিরণার শিলালেখ ও হরিষেণ** রচিত **সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি এলাহাবাদ শিলালেখ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এদুটির মধ্যে কিছুমাত্রায় কাব্যশৈলী থাকলেও এগুলিকে কখনই পুরোপুরি গদ্যকাব্য হিসাবে উপস্থাপিত করা যায় না।

দণ্ডীর পরিচয় ও কাল

ব্যক্তি পরিচয় ঃ

সংস্কৃত কাব্যজগতের বিরল প্রতিভাধর কবি দণ্ডীর পরিচয় আজও সমালোচনার ধূমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিতমহলের তো একটি বড় জিজ্ঞাসা—দণ্ডী একজন না তিনজন? এরূপ বিবাদ বা জিজ্ঞাসার উৎপত্তি দণ্ডীর রচনাকে কেন্দ্র করে। দণ্ডীর তিনখানি কবিকৃতি বিশ্ববিশ্রুত। রাজশেখর তাঁর হারাবলীগ্রন্থে বলেছেন—

ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ।।

এই তিনখানি রচনা নিয়েও অনেক মতভেদ আছে তবে অধিকাংশের অভিমত (১) কাব্যাদর্শ (২) দশকুমারচরিত এবং (৩) অবন্তিসুন্দরী কথা—এই তিনখানিই দণ্ডীর কবিপ্রতিভার সাক্ষ্য দান করে চলেছে। 'অবন্তিসুন্দরী কথা' বইটি পরবর্তীকালে খুঁজে পাওয়া গেছে, এবং তারপরই দণ্ডীর ব্যক্তি-পরিচয়ের কিছুটা আভাস মিলেছে। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে জানা যায়—

কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে দণ্ডীর জন্ম। তিনি ছিলেন কবি ভারবির প্রপৌত্র, বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র। কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁর মাতাপিতা মারা যান। শ্রুত ও সরস্বতী নামে দু'জনের নিকট লালিত-পালিত হন। অবন্তিসুন্দরী কথাসার গ্রন্থে আছে—

স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চাপি ব্যযুজ্যত।
অযুজ্যত গরীয়স্যা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ।।

দণ্ডীর পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল গুজরাটের আনন্দপুরে। তাঁরা দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীতে বসবাস শুরু করেন এবং পল্লবরাজদের একান্ত অনুরাগী ও অনুগত ছিলেন। কবিদণ্ডী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধেই যশস্বী কবি তথা আলঙ্কারিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কিন্তু চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য, পল্লবরাজকে পরাভূত করে কাঞ্চি অধিকার করলে দণ্ডী দেশত্যাগ করেন। পল্লবরাজের প্রতি আনুগত্য ও সহানুভূতিবশতঃ দণ্ডী দেশত্যাগ করে নানাদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষালয়ে থেকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণের ফলে তিনি শাস্ত্রপারঙ্গমত্ব লাভের সঙ্গে ভারতের নানা অঞ্চলের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়েও প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এরপর আবার কিছুকাল পরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটায় পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা স্বীয় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলে দণ্ডী দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর রাজসভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন।

দণ্ডী ধর্মের বিচারে সম্ভবতঃ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তবে শৈব, শাক্তদের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনদের তিনি সুনজরে দেখতেন না।